## পুরাণের ঐতিহাসিক বিবেচনা

'পুরাণ' শব্দের অর্থ প্রাচীন কাহিনী, অথর্ববেদে (১১, ৭, ২৪), ব্রাহ্মণে (শতপথ এবং গোপথ), উপনিষদ (বৃহদারণ্যক ২, ৪, ১০) এবং বৌদ্ধসাহিত্যে আদি-ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন — এই প্রবাদ প্রচলিত। তিনিই ব্যাসদেব বেদ বিভাজন করেন, মহাভারত রচনা করেন এবং পুরাণও রচনা করেন — তা বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ পুরাণের সংখ্যা এত বেশি এবং তা এত বিভিন্ন কালের রচনা যে, কোনো এক ব্যক্তিকে সমস্ত পুরাণের রচয়িতারূপে দেখা চলে না। যদি বলা চলে, ব্যাস-বংশীয় লেখকগণ পুরাণ রচনা করেন, কিন্তু তাতেও কালে কালে যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশ অনুপ্রবিষ্ট হয়, তথাচ মৎস্য-পুরাণের নির্দেশ অনুযায়ী যদি বিশ্বাস করতে হয় যে আদিতে একখানিই পুরাণ ছিল, তবে তারই রচয়িতা ছিলেন ব্যাসদেব, পরবর্তী পুরাণের সঙ্গে ব্যাসদেবের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এমন ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পুরাণ বা মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮টি, মহাভারতের খিলপর্বে এবং হরিবংশে অন্যান্য পুরাণের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে এই অন্যান্য মহাপুরাণের নাম উল্লিখিত হয়েছে ———

(P. 70)

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা,
অথান্যং নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্,
আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা,
দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্॥
বারাহং দ্বাদশং চৈব স্কান্দং চাত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দশং বামনং চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্॥
মাৎস্যং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্ডং ততঃ পরম্।

এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ হল— ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শৈবপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মাৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।